NEHRU
BAL PUSTAKALAYA

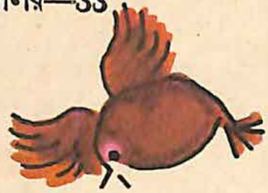
নেহরু বাল পুস্তকালয়

রূপা নামে হাতীটি



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

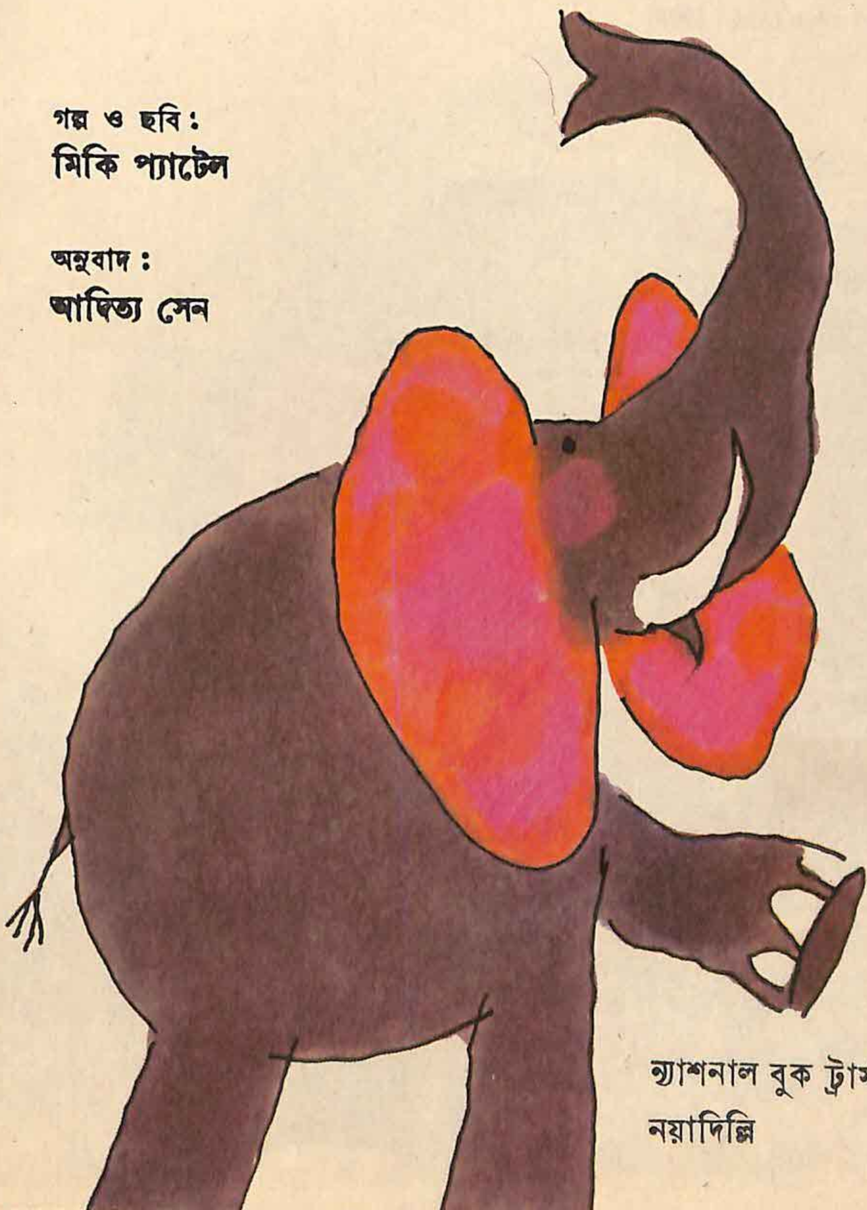
নেহরু বাল পুস্তকালয়—৩৩



রূপা নামে হাতীটি

গল্প ও ছবি :
মিকি প্যাটেল

অনুবাদ :
আদিত্য সেন



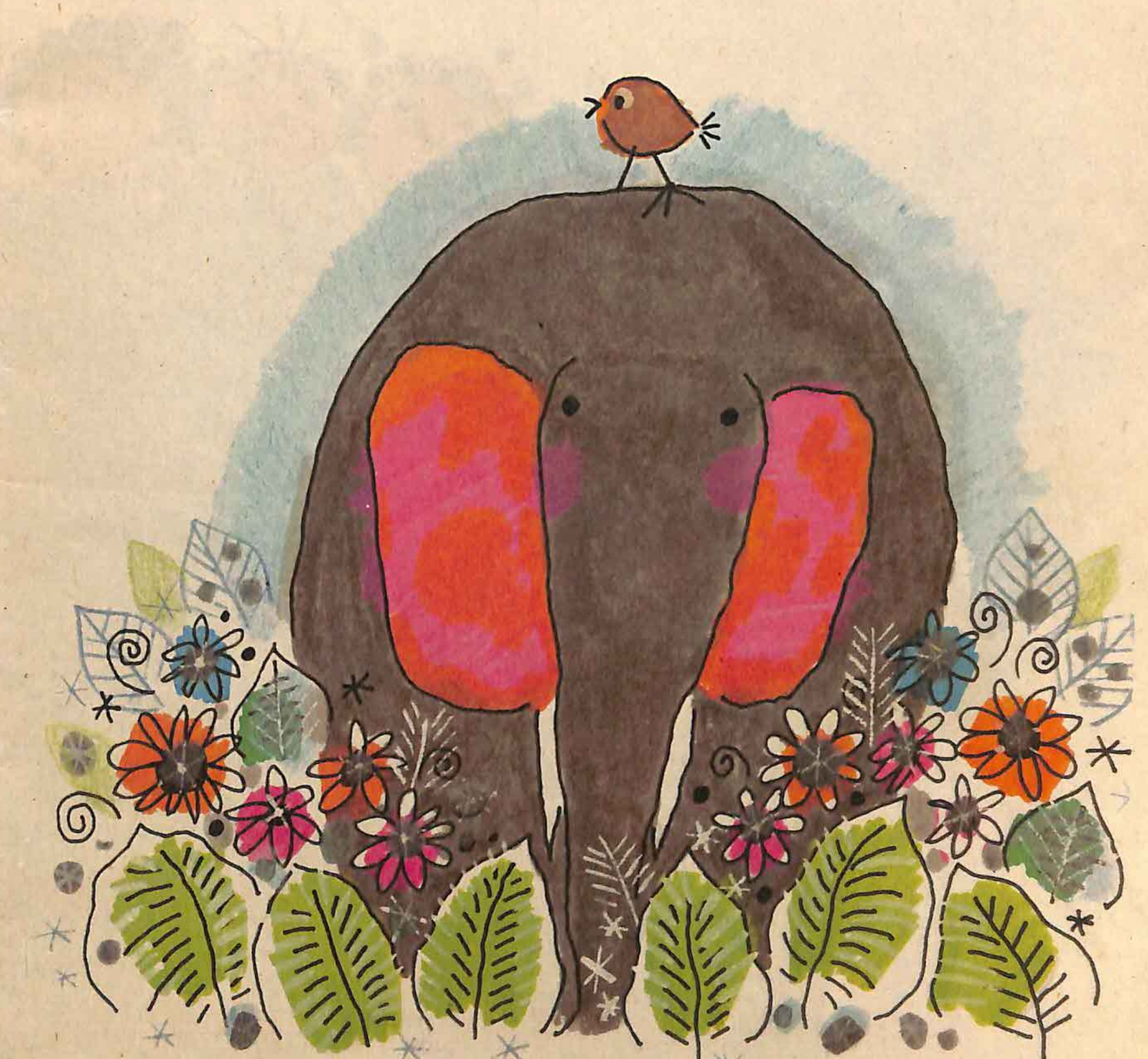
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়াদিল্লি

1978 (*Saka* 1900)
Reprinted 1986 (*Saka* 1908)

RUPA THE ELEPHANT (Bengali)

Published by Director, National Book Trust, India,
A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed by
Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area,
Delhi-110032

চিঁচি বাদামী রঙের ছোট্ট পাখি। চিড়িয়াখানার সব জন্তু জানোয়ারকেই সে চেনে।





এদের মধ্যে রূপা নামে হাতীটি ওর সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু।
প্রতি রবিবার সকালে রূপা ওর পিঠে ছোট ছোট
ছেলেমেয়েদের চাপিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনও বা
চিঁচি সঙ্গ নেয়, মনের খুশীতে রূপার কানের
ওপর উড়ে এসে বসে। আর শিশুদের
সঙ্গে ও জন্তু জানোয়ার দেখতে ভালবাসে।





কিন্তু আজ চিঁচি এ কী দেখছে ? রূপা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বড় বড় শ্বাস ফেলছে। এক কোণে দাঁড়িয়েছিল রূপা। ওর গাল বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছিল। চোখের জলে ঘাসও ভিজে যাচ্ছিল। চিঁচি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল—"রূপা, কি হয়েছে তোমার ?"





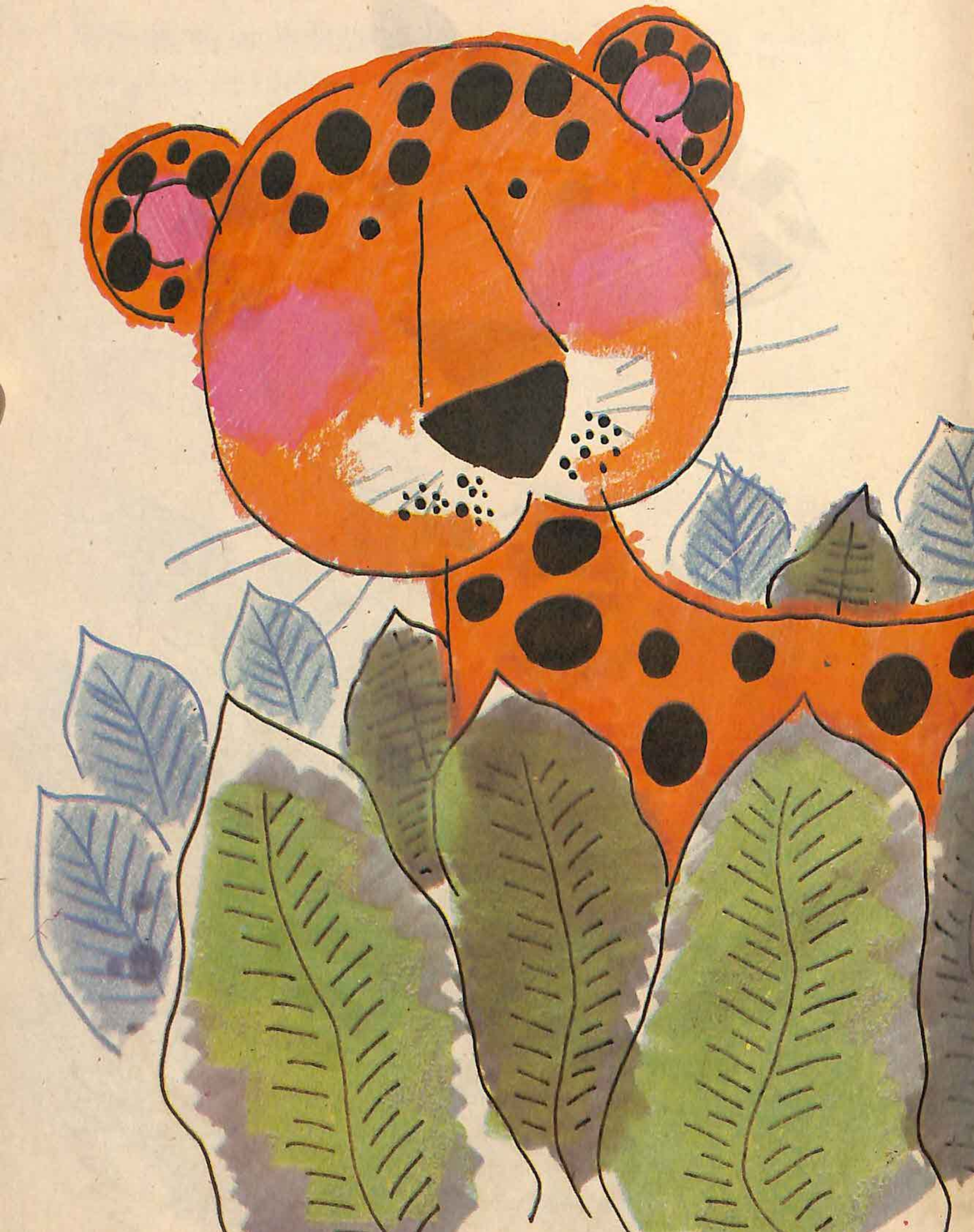
রূপা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—"এত হতকুৎসিৎ দেখতে আমি, আমার মতো নোংরা দ্বিতীয়টি আর নেই। ছাই-রঙা যেন মস্ত একটা গামলা আমি।" শুনে চিঁচির খুব কষ্ট হল, কিন্তু ধমক দিয়ে বলল—"ছিঃ, রূপা, তুমি দেখছি ভীষণ বোকা। অমন করে কেঁদো না তো! দাঁড়াও, তোমাকে সুন্দর ঝকঝকে-তকতকে করে তোলার জন্যে একটা উপায় আমি শীগ্‌গির বার করছি।" বলেই চিঁচি ফুরুৎ করে উড়ে গেল।



চিঁচি বাঘের কাছে গিয়ে হাজির। বলল—"সুপ্রভাত তানুবাবু রূপার খুব মন খারাপ। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। তোমার ঐ রঙচঙে ডোরাগুলো ওকে একটু ধার দেবে?" মিনতি করল চিঁচি।







এবার চিঁচি এল চিতাবাঘ সন্নুর কাছে। বলল—"তোমার গায়ের জ্বলজ্বলে ফোঁটার দাগগুলো রূপাকে দেবে?"



চিঁচি এবার ছুটল ময়ূর ও টিয়া পাখীর কাছে। ময়ূরের নাম রাজা আর টিয়ার নাম মিট্‌টু। ওদের বলল—"তোমাদের গায়ের ঐ সুন্দর রঙ রূপাকে দেবে?"

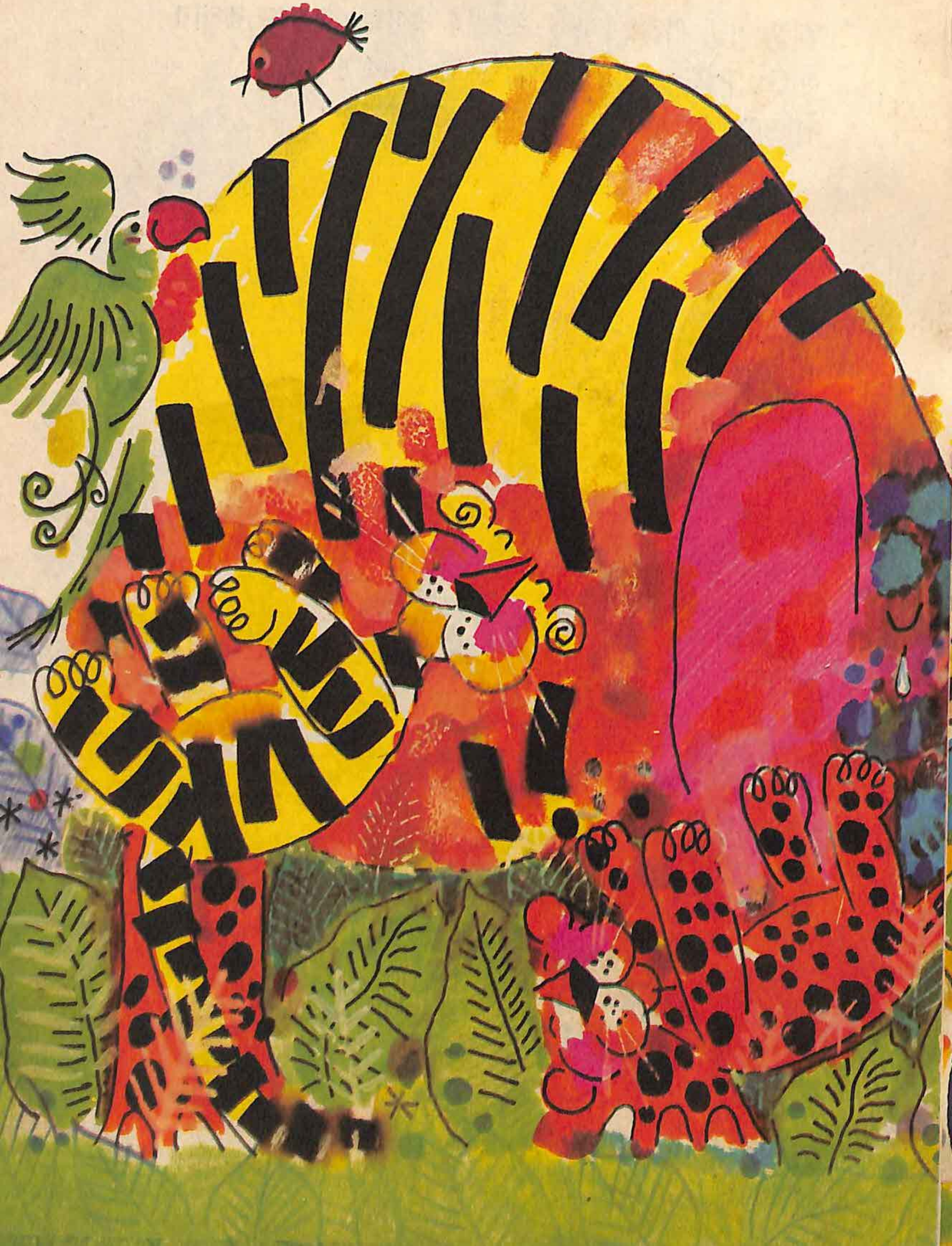




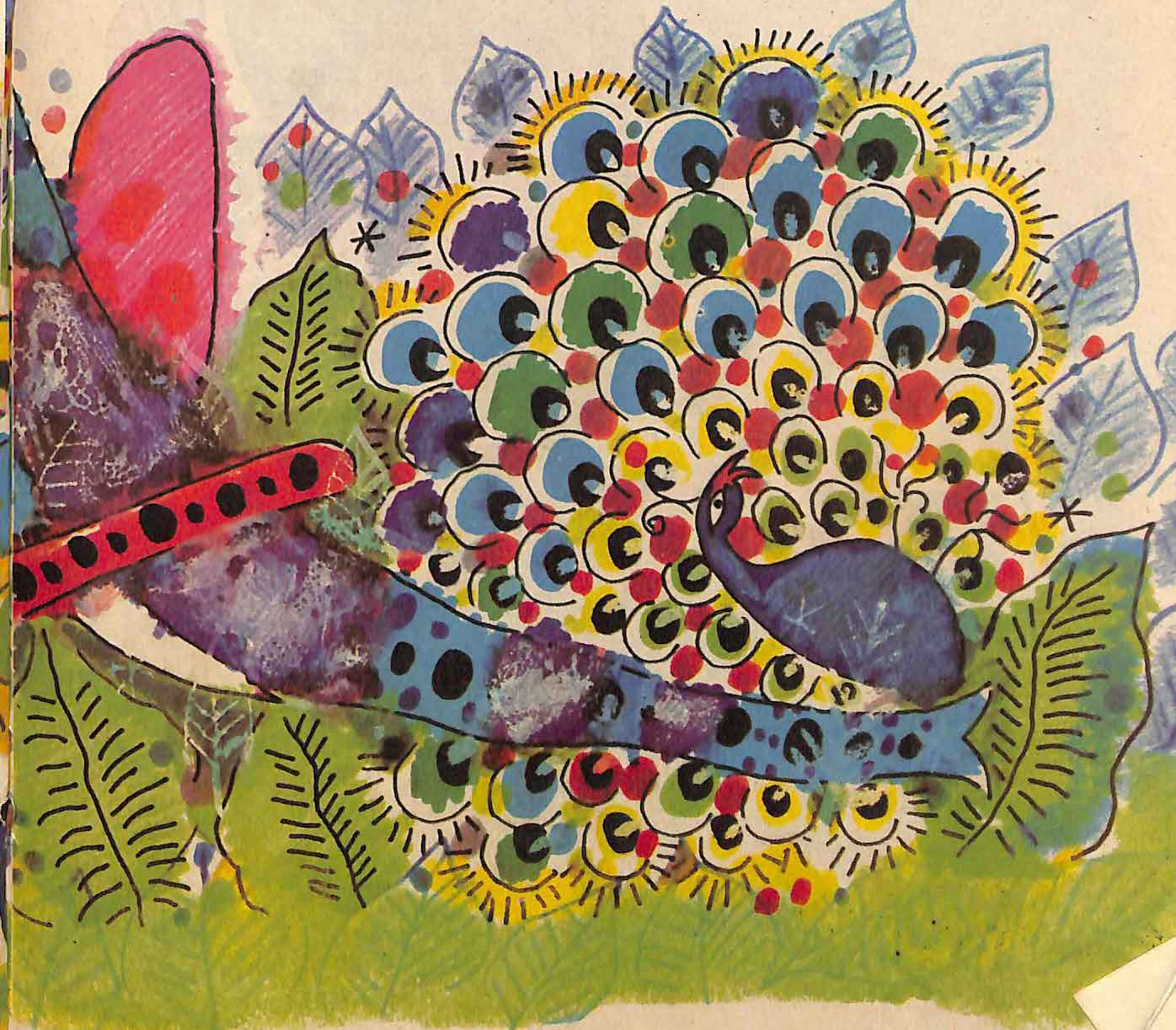


তান্নু, সন্নু, রাজা, মিট্‌টূ—সবাই এবার একসঙ্গে রূপার কাছে দৌড়ে এল। রূপা তখনও এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে ও কাঁদছে।





সবাই যে-যার রঙ রূপাকে দিতে লাগল। তান্নু রূপার গায়ের এক দিকটায় হলদে-ও-কাল-রঙের ডোরা এঁকে দিল। সন্নু ওর গায়ের ফোঁটাগুলো রূপার পায়ে লেপে দিল। মিট্‌টু হাতীর লেজে ঝকঝকে সবুজ রঙের দাগ কাটল। রাজা তারই উজ্জ্বল নীল ও ময়ূরপঙ্খী রঙের ছোপ লাগাল রূপার শুঁড়ে।





রূপা কান্না থামিয়ে নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখল। এত রঙবাহার দেখে ও খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল আর গর্বও হল খুব। হেসে বলল—"দেখো, আমাকে দেখতে লাগছে বিয়ের আসরে রঙ-চঙা ঠিক সামিয়ানার মতো। বাচ্চারা এবার যখন আমাকে দেখবে খুব আদর করবে, তাই না!"



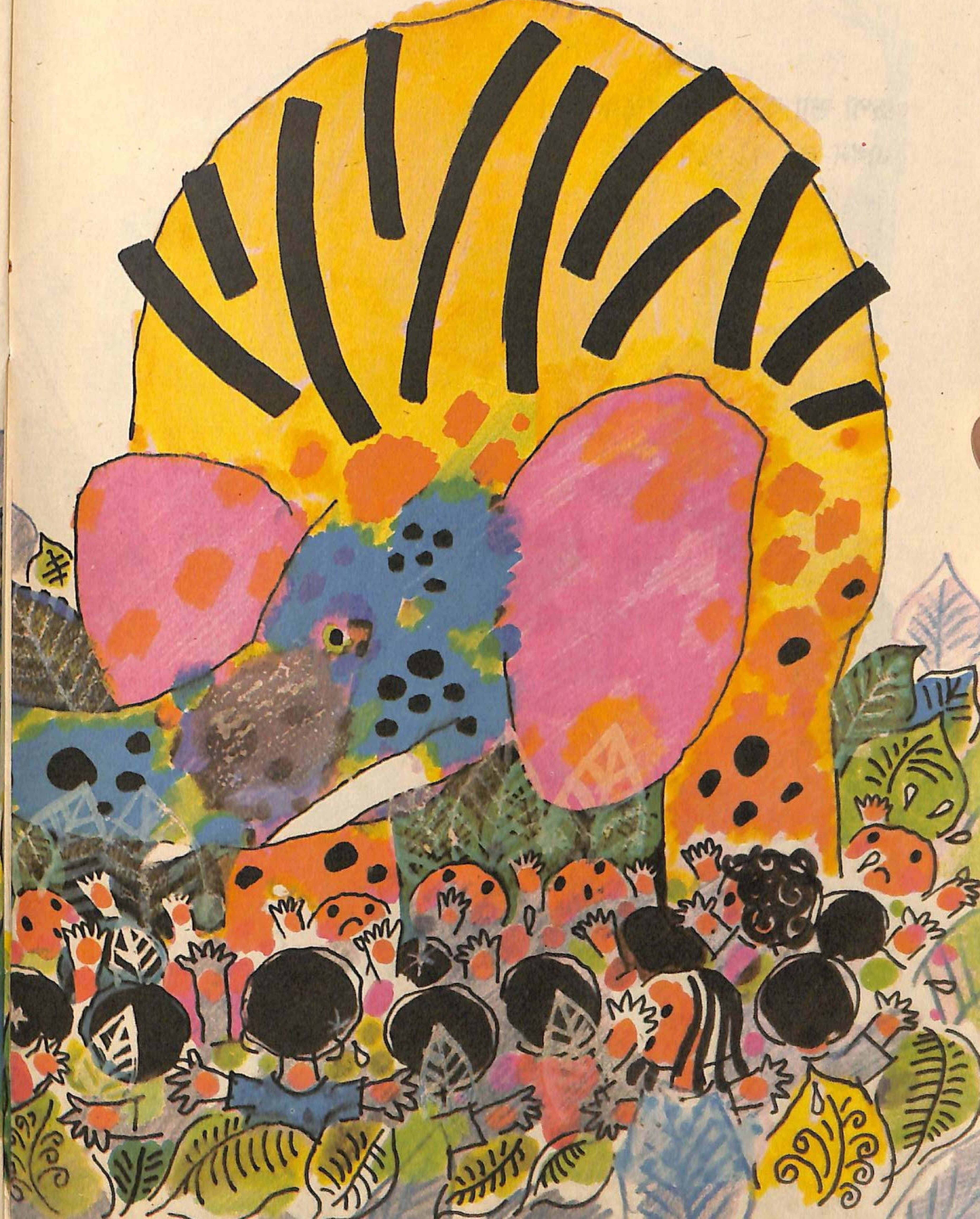


পরের দিন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাতীর পিঠে চড়তে চিড়িয়াখানায় এসেছে। কিন্তু ওমা, এ কী ব্যাপার !



সেই ছাই-রঙা আমাদের সুন্দর রূপা কই ? এই ছোপ-লাগানো, ডোরা-কাটা, ফোঁটা দেওয়া হতকুৎসিৎ দৈত্যটা আবার কে ? একেবারে যারা ছোট্ট, তারা তো ভয়েই অস্থির। ওরা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। বলল—"এই কুৎসিৎ জন্তুটা, এখান থেকে যাও তো! আমরা আমাদের রূপাকে চাই।"





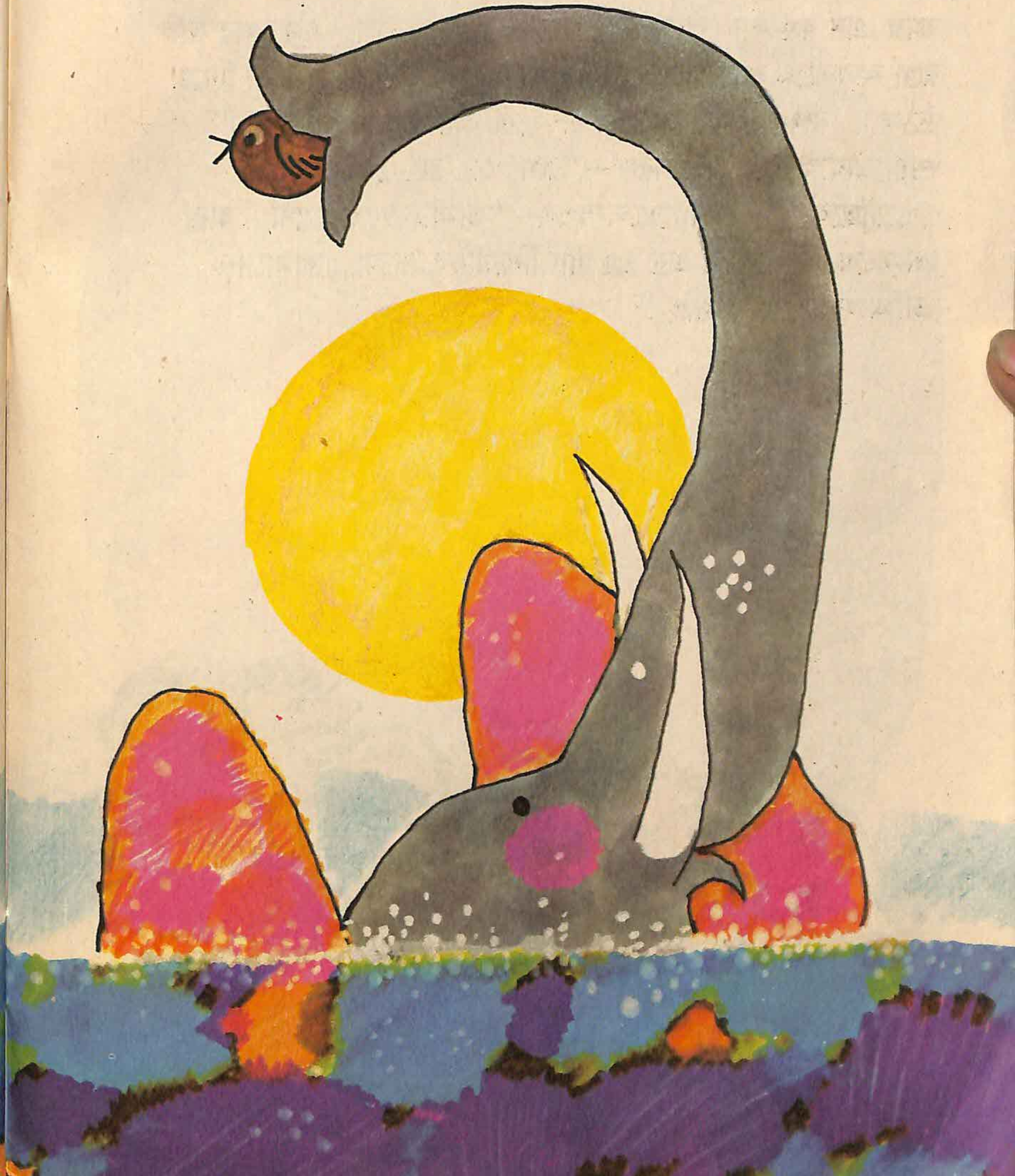
রূপা ভ্যা করে কেঁদে ফেলল।
এখন ওর কী হবে ?



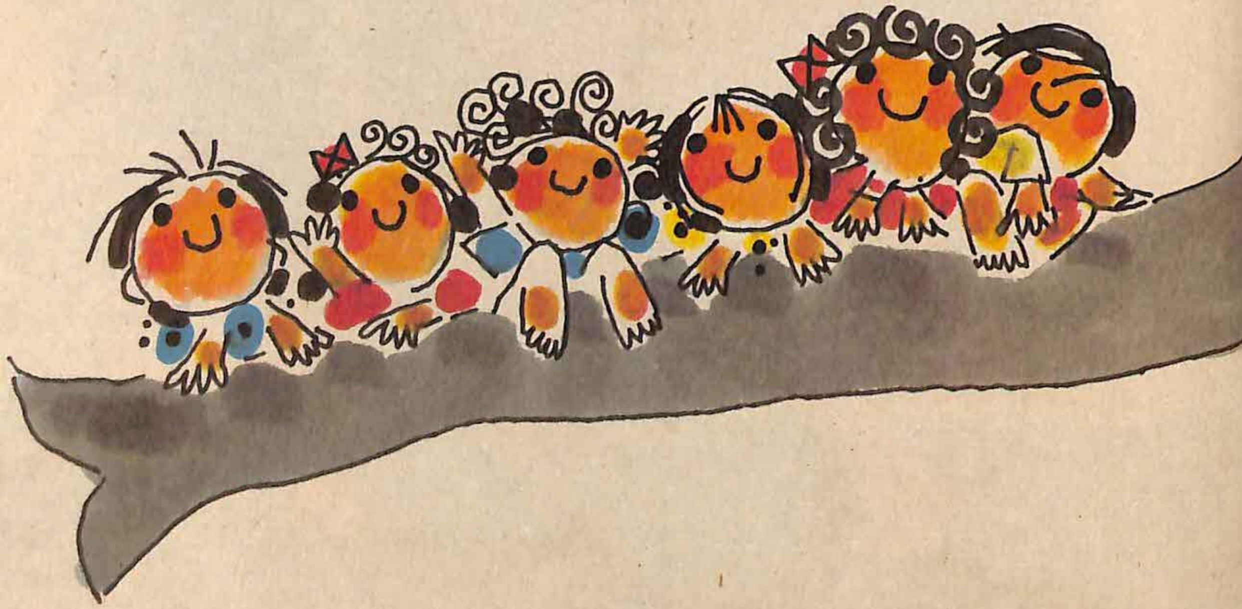


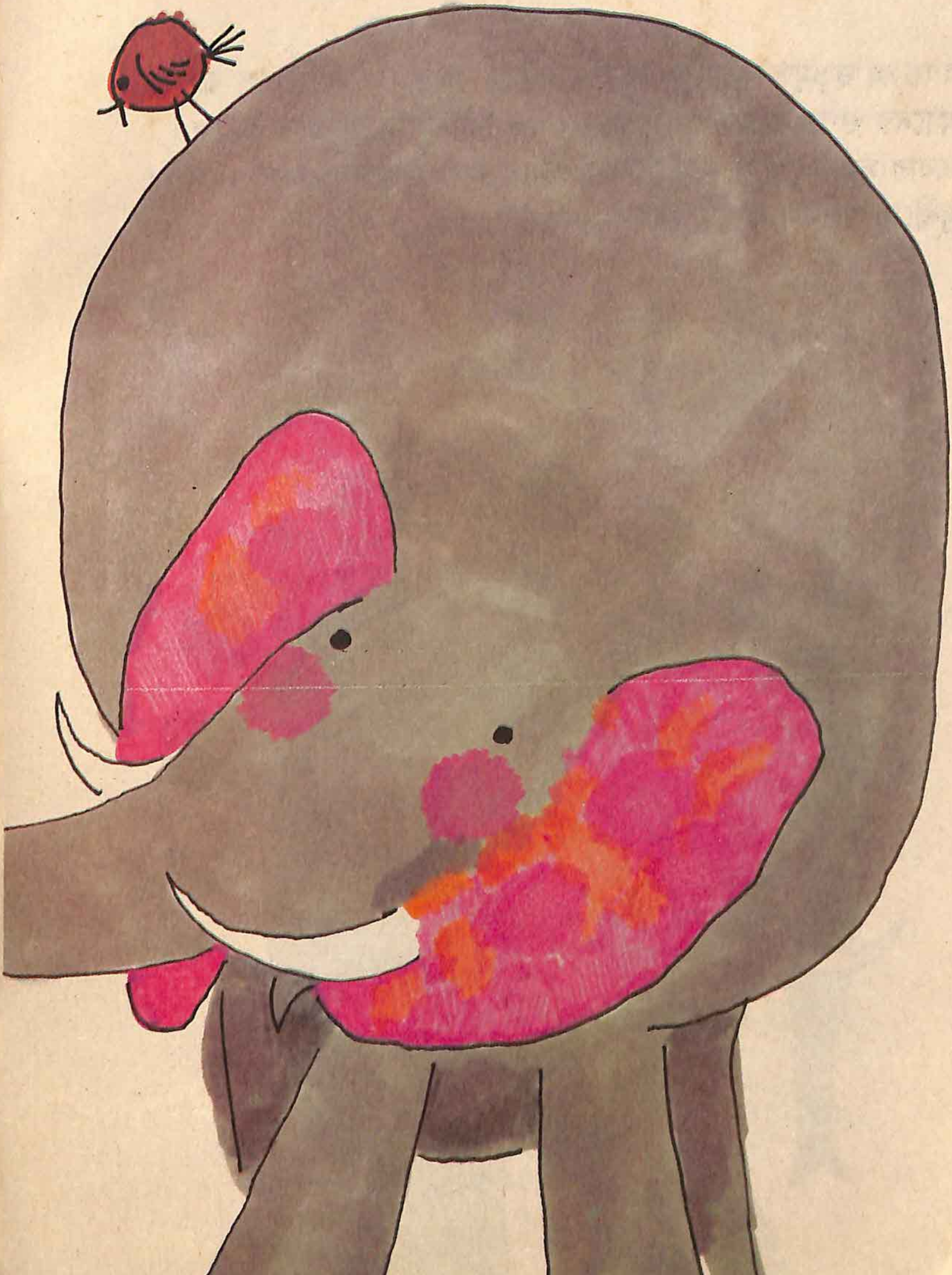
হঠাৎ মাথায় ওর একটা বুদ্ধি খেলল। একটা পদ্ম-পুকুরে তাড়াতাড়ি ও ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুস্, সুস্ শব্দ করে রূপা তার শুঁড় দিয়ে সারা গায়ে জল ছড়িয়ে দিল। এবার হলদে, সবুজ, নীল ও ময়ূরপঙ্খী সব রঙ আর সব ডোরা-ফোঁটা ধুয়ে-মুছে সাফ!





আর এত রঙ সব ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে এল রূপা—চমৎকার ছাই-রঙা ঝকঝকে হাতীটি। ছেলেমেয়েরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল—"ঐ দেখো, এই তো আমাদের প্রিয় রূপা।" ওরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—"রূপা, এত রঙ কোথা থেকে পেয়েছিলে?" রূপা হেসে বলল—"আমার সঙ্গে এসো। যারা আমাকে ভালবেসে এত রঙ ধার দিয়েছিল, চলো, তোমাদের আমি সবাইকে দেখাই।"





বাচ্চারা হুড়মুড় করে রূপার পিঠে উঠে বসল। চিঁচি এল রূপার কানের ওপর বসতে। খুশীতে সেও কিচিরমিচির করে উঠছে। এবার সবাই মিলে ওরা চিড়িয়াখানার অন্য জন্তুদের দেখতে গেল। খুশীতে ঝলমল করছে ওদের মুখগুলো।

